بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ০৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে হুনায়নের যুদ্ধাভিযানে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের প্রেক্ষাপটে আরো কিছু ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধে অর্জিত গণিমতের মাল বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। এ সম্পর্কে আরো বর্ণিত হয়েছে, সমস্ত সম্পদ জিরানা নামক স্থানে একত্রিত করার নির্দেশ প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং প্রায় এক মাস পর জিরানায় ফেরত আসেন। এখানে এসে তিনি কিছুদিন অপেক্ষা করেন আর এর কারণ ছিল, তিনি (সা.) বনু হাওয়াযিনের অনুশোচনামূলক প্রত্যাবর্তনের আশা করছিলেন। এভাবে ১৩-১৪ দিন অপেক্ষা করার পর তিনি গণিমতের মাল বণ্টন করে দেন, এরপর বনু হাওয়াযিনের ১৪জন সম্মানিত ব্যক্তি যারা ইতোপূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অবগত করেন যে, তাদের সবগুলো গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শনের আবেদন করলে তিনি (সা.) বলেন, **আমরা তোমাদেরই অপেক্ষা করছিলাম আর এতদিনে গণিমতের মাল বণ্টনও করে দিয়েছি। তোমরা দেখছ! এখন অনেক কম বন্দি অবশিষ্ট আছে, বাকি সবাইকে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। এখন তোমরা এখান থেকে পুরুষ কিংবা নারী একজন করে বন্দি নিতে পারো**। বনু হাওয়াযিন সকল বন্দিকে ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তখন মহানবী (সা.) নিজের ও আব্দুল মুত্তালিবের নিকট বিদ্যমান বন্দিদের ফেরত দিয়ে দেন। এছাড়া অবশিষ্ট বন্দিদের ব্যাপারে তাদেরকে পরামর্শ দেন, তারা যেন মুসলমানদের সামনে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাদের কাছে বন্দিদের মুক্ত করার আবেদন করে আর এক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নিজেদের সুপারিশকারী নির্ধারণ করে। এভাবে মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় উদারতা ও মহানুবতার ফলে বনু হাওয়াযিনের সমস্ত বন্দি উত্তমরূপে মুক্ত হয়ে যায় এবং তারা মুক্ত বন্দিদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে।

সাহাবা (রা.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অংশের বন্দিদের মুক্ত করে দেন। হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মহানবী (সা.)—এর নির্দেশের সময় বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। তিনি বাড়িতে এসে দেখেন, বন্দিরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করছে। তিনি জানতে পারেন, মহানবী (সা.) বন্দিদের মুক্ত করে দিতে বলেছেন। এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি তার পুত্র আব্দুল্লাহ্কে বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! যাও আর আমার সেই দাসীকে মুক্ত করে দাও যা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। এভাবে মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের ৬০০০ বন্দিকে শুধু মুক্তই করেন নি, বরং তাদেরকে পোশাকও প্রদান করেছিলেন আর সাহাবা (রা.)-কে নির্দেশ দেন যে, কোনো মুক্ত বন্দি যেন নতুন পোশাক ছাড়া বাইরে বের না হয়।

এরপর মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের নেতা **মালিক বিন অওফের** ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, সে তায়েফে আছে। তাকে সংবাদ পাঠানো হয়, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার পরিবার পরিজনকে ফেরত দেয়া হবে। এটি শুনে মালিক বিন অওফ তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তার পরিজনকে তার কাছে সোর্পদ করে দেন আর ১০০ উটও উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। এটি দেখে মালিক বিন অওফ মুসলমান হয়ে যায়।

বনু হাওয়াযিনের বন্দিদের মাঝে **শায়মা নামের এক নারী ছিল যার আসল নাম ছিল হুযাফা।** তাকে বন্দি করে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নবীর দুধ–বোন। এরপর তাকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসা হয়। তিনি (সা.) তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি নিজের পরিচিতিস্বরূপ ছোটবেলায় তাঁর (সা.) দাঁতের কামড়ের দাগ দেখান আর বলেন, আপনি আমার কোলে বসা অবস্থায় কামড় দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) একথা শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের চাদর বিছিয়ে বলেন, আপনি এতে বসুন। তখন তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝড়তে থাকে। তিনি (সা.) তাকে দুধ–পিতামাতার কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তারা উভয়েই ইন্তেকাল করেছেন। এরপর তিনি (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন এবং তার মক্কায় অবস্থান কিংবা ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে যান। মহানবী (সা.) তার সাথে তিনজন দাস, একজন দাসী এবং একটি উট উপহারস্বরূপ প্রদান করেছিলেন।

মহানবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখন ১০০ উট পুরস্কার লাভের আশায় **সুরাকা বিন মালিক** মহানবী (সা.)-এর পিছু নিয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তখন অলৌকিকভাবে তাকে (সা.) রক্ষা করেছিলেন এবং সুরাকা ব্যর্থ হয়েছিল। সে সময় সুরাকা মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি নিরাপত্তাপত্র লিখে নিয়েছিল। সেই সুরাকা জিরানা নামক স্থানে এ নিরাপত্তাপত্র নিয়ে উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

হযরত উমর (রা.) অজ্ঞতার যুগে মানত করেছিলেন যে, মসজিদে হারামে তিনি একদিন ইতেকাফ করবেন। তিনি (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন আর হযরত উমর সেই মানত পূর্ণ করেন। এ সময় মহানবী (সা.) এক রাতের জন্য উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়েছিলেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। লোকেরা এটি বুঝতেই পারে নি, অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের জন্য গিয়েছিলেন।

যুল কা'দার ১৮তম দিনে তিনি (সা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সফর শুরু করেন এবং ৯দিন সফর করে মদীনায় পৌঁছেন। এর পূর্বে তিনি (সা.) হযরত আত্তাব বিন আসীদ (রা.)কে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন আর সেখানে হযরত মু'আয বিন জাবাল ও হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-কে ধর্ম শেখানোর উদ্দেশ্যে এবং তরবিয়তের জন্য রেখে এসেছিলেন। তিনি (সা.) নিজের সাথে কিছু গবাদিপশু রেখেছিলেন যেন তা থেকে তিনি পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া লোকদের কিছু দিতে পারেন। মক্কাবিজয় ও অন্যান্য যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.) প্রায় ২ মাস ১৬ দিন মদীনার বাইরে অতিবাহিত করেন।

হুনায়েনের যুদ্ধের গণিমতের মাল বণ্টনের বিষয়ে প্রাচ্যবিদরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির আপত্তি উত্থাপন করেছে। হুযূর (আই.) বলেন, সীরাতে হালাবিয়্যা এবং তাবাকাত ইবনে সাদে এসব বিষয়ের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এরপর হুযূর (আই.) বাস্তব বা সত্য ঘটনার আলোকে উক্ত আপত্তির খণ্ডন করেন এবং সমালোচকদের বক্তব্য দ্বারাই তাদের আপত্তির অসারতা প্রমাণ করেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর ৬০০০ বন্দি মুক্ত করে দেয়া, ইসলাম বিরোধী মালিক বিন অওফকে ক্ষমা করে দেয়া তাদের আপত্তিগুলোকে ঠুনকো ও ভিত্তিহীন আখ্যা দেয়। এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এই ছিল হুনায়েনের যুদ্ধাভিযানের বিবরণ। পরবর্তীতে অন্যান্য যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দুজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা আদায়ের ঘোষণা দেন। প্রথমজন হলেন **কানাডার অধিবাসী জনাব লায়েক আহমদ ফর্‌রুখ সাহেব** যিনি কিছুদিন পূর্বে ৮৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি দীর্ঘদিন ওয়াকফে জীন্দেগী ডাক্তার হিসেবে আফ্রিকায় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে তাকে নুসরত জাঁহা স্কীমের অধীনে ঘানা প্রেরণ করা হয়। ১৯৮৪ সালে তাকে গাম্বিয়া প্রেরণ করা হয় আর সেখানে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ওয়াক্‌ফ করেন। ওয়াক্‌ফের মহান চেতনা নিয়ে তিনি সেবা করে গেছেন। মরহুম গম্ভীর, দোয়া করতে অভ্যস্ত, বিনয়ী, নম্র, ধৈর্যশীল এবং দৃঢ়তা অবলম্বনকারী ছিলেন। সারা জীবন মানুষের সেবায় অতিক্রম করেছেন। ১৯৮৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন গাম্বিয়ায় তার বাড়িতে যান তখন তার বাড়িতে বসার জন্য চেয়ারও ছিল না, কিন্তু হুযূর (রাহে.) তার সাথে বসে খাবার খান। তিনি রোগীদের জন্য নফল নামায পড়ে দোয়া করতেন। এছাড়া অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, ভারতের অধিবাসী **হামীদ আহমদ গোরী** সাহেবের যিনি ৭৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম কাদিয়ানের নাযেরে আলা এনাম ঘোরী সাহেবের ছোট ভাই ছিলেন। তার সন্তানসন্ততি এবং পৌত্র–পৌত্রীরা সবাই কোনো না কোনোভাবে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছে। তিনি নামায–রোযায় অভ্যস্ত, তাহাজ্জুদগুজার, আন্তরিকতার সাথে কুরআন তিলাওয়াতকারী, খিলাফতের প্রতি অনুগত এবং পুণ্যবান বুযূর্গ ছিলেন। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাদের জন্য দয়া, ক্ষমা ও উচ্চ মর্যাদা লাভের দোয়াও করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ] (সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)